

তিনা মোদোত্তি শিল্প . রাজনীতি . জীবন

তিনা মোদোত্তি

শিল্প . রাজনীতি . জীবন

অনুবাদ, সংকলন এবং সম্পাদনা মাহমুদ আলম সৈকত





প্রকাশক এবং স্বত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না । এই শর্ত লক্ষিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে ।

এই থছে ব্যবহৃত সকল ইমেজের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। যদি ব্যবহৃত কোনো ইমেজের স্বত্যাধিকারী আপত্তি উত্থাপন করেন তবে পরবর্তী মুদ্রণ বা সংস্করণে সেই ইমেজ বাদ দেওয়া হবে।

tina modotti shilpo . rajneeti . jeebon, translated, compiled and edited by mahmud alam soikat, published by boobook, january 2022, dhaka, bangladesh.

* প্রচ্ছদের ইলাস্ট্রেশনটি লরেন হ্যামেরি ফেরাজ-এর ড্রয়িং হতে গৃহীত

ISBN 978-984-95218-5-3



গ্রন্থস্বত্ব

টেক্সট © আনা আভেরি পত্রলেখা বই কপিরাইট © বুবুক

প্রথম বুবুক প্রকাশ • মাঘ ১৪২৮, জানুয়ারি ২০২২

পরিবেশক • বুবুক পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক • বইপত্তর মুদ্রণ পরিষেবায় reptikagrapiks.com

> প্রচ্ছদ ও অলংকরণ noktaforge



বাড়ি ২৪৬/এ, সড়ক ১০এ, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

+৮৮০ ১৯১৯২৭৬৪৫৮ +৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

dak@boobook.co www.boobook.co

প্রকাশনা ক্রম # তৃতীয়

পাঠকের মূল্য: ৮২৩৫ । ₹২৩৫

দহলিজ-আলাপ . ৯

জোছনা চুয়ানো রাতে . ১৩

অঙ্কুরে খুঁজি জীবন . ১৯

ঝড়ো হাওয়ার দিন . ২৫

আপন চেনার ভেলায় . ৩৫

কাছেই ডাকছে পখি-সুসময় . ৩৯

তারার আলোয় . ৪৩

নতৃন পথের দিশা . ৪৯

দূরে মিলায় প্রিয়তম . ৫৫

উন্মাতাল সময়ের আখর . ৫৮

ভাসি সখাসঙ্গে ⁸ ৬৬ আগল ভাঙা, বাঁধন হারা . ৭৪

তুলে রাখি যাপন, জীবন বদল . ৮০

নির্মিতি, এসো . ৮৭

অব্যাখ্যায়িত প্রণয়, ঝড় . ৯০

ভিন্ন আয়নায় . ৯৮

ডুবে যাবে চাঁদ, রাত ফুরোবার আগে . ১০২

দিশেহারা হাওয়া . ১০৯

ঘনায় নিদান ওই . ১১২

ফুরালো না আঁধার . ১১৮

দুয়েকটি ফুল ঝরে পড়ে আলগোছে . ১২১



্ৰ দহলিজ-আলাপ

কুলামঘর সথেবি'র সেবছর এটিই সবচে বেশি দামে বিনিময় হওয়া আলোকচিত্র। জনৈক সংগ্রাহক একলক্ষ পয়যটি হাজার ডলারে সংগ্রহ করেছে উনিশশো পঁচিশ সালে তোলা আলোকচিত্র 'রোজেস'-এর অরিজিনাল প্রিন্টটি। উনিশশো একানব্বই সালে এই অন্ধ আজকের তুলনায় কপালে চোখ তোলার মতোই। বিপণনের নিক্তিতে রোজেস-এর আলোকচিত্রী তখন ম্যান রে, ইমোজেন কানিংহ্যাম, এডওয়ার্ড ওয়েস্টনদের তালিকায় যুক্ত। ফলে বোঝা গেল রোজেস-এর মতন শিল্পকর্ম এবং তার স্রষ্টা ঠিকই তার যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছাবেন।

রোজেস-এর স্রষ্টা তিনা মোদোত্তি ছিলেন অসামান্য একজন মানুষ। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা, রাজনীতিক। যাঁর প্রবাদপ্রতিম সৌন্দর্য্য এবং বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চর্চিত হয়েছে যুগে যুগে, যা ইতিহাস, রাজনীতি এবং শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্য। ফলে গত শতকের ইতালির ইতিহাস চর্চায় তিনা মোদোত্তির নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মেক্সিকোর ইতিহাসের সবচেয়ে স্পন্দমান সময়ে তিনার ক্যামেরা সচল থেকেছে। আলোকচিত্রী হিসেবে, তিনা মোদোভি তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে খুব বেশি ছবি তোলেন নি। চারশোরও কম। যাদের মধ্যে আবার আলোচিত তকমাধারীর সংখ্যা গোটা বিশেক। যেমন: রোজেস, টেলিফোন ওয়্যারস, ওয়ার্কার্স প্যারেড, হান্ড অব দ্য পাপেটিয়ার, উইম্যান ফ্রম তিহুয়ানতেপেক, স্টেয়ারকেস এইরকম কিছু প্রতীকী ছবিই উল্লেখযোগ্য। হাল আমলের উচ্চমার্গীয় দেখা-বোঝার হিসেবে যা গতানুগতিকই-বা। একে যদি আমরা ব্যর্থতার নিরিখে দেখি তাহলে তা কতটা নিয়তি আর কতটা ধার্য্যকৃত, সেই বাহাস আজ ব্যক্তি তিনার জন্য অপ্রয়োজনীয়। তবে তিনার আলোকচিত্রী জীবনের অপেক্ষাকৃত কম প্রকাশ থাকলেও তা ছিল প্রাচূর্যময়।

মঞ্চে-চলচ্চিত্রে তিনা সাকুল্যে তিন বছর সক্রিয় ছিলেন। সেখানেও দ্যুতি ছড়িয়েছেন। অকুষ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছেন দর্শক, বোদ্ধার। সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বাম রাজনৈতিক ধারায়। সেই সূত্রেই তার জীবনে যুক্ত হয়েছে প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ। ছড়িয়েছে গল্প-অপপ্রচার। প্রকৃতপক্ষে, মিথ-এ পরিণত হওয়া, ভুল ধারণা, খণ্ডিত এবং ক্রাইপণ তথ্য তিনা মোদোত্তির জীবন ঢেকে রেখেছে আজও।

উনিশর্মো সন্তর সালের পর থেকে প্রকৃত নারীবাদী আইকন হিসেবে দুনিয়াজোড়া সমাদৃত হয়ে আসছেন তিনি। জীবনব্যাপী অসাধারণ সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, নারীবাদের ঐতিহ্যগত ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত থেকে আত্মসমর্পণ বা সমর্পণ না করার যে অবিচ্ছেদ্য ক্ষমতা তিনি সঞ্চালন করে গেছেন তা এককথায় অনবদ্য।

এই মহাকাব্যিক জীবনকে উপজিব্য করে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, নাম ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা ছিল জনপ্রিয় তারকা ম্যাডোনার, কিন্তু সেই পরিকল্পনাটি কোনো এক বিচিত্র কারণে আলোর মুখ দেখেনি।

মোদোত্তির প্রথম জীবনীকার ছিলেন মিলডার্ড কনস্টেনটাইন। তিনার সঙ্গে যাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে উনিশশো একচল্লিশ সালে, তিনার মৃত্যুবরণের মাত্র কয়েকমাস আগে। সেই মিলডার্ড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, 'সেই সময় মোদোত্তিকে দেখে আমার একটা কথাই মনে হতো যে লম্বা রেসের এই ঘোড়াটি আজ দুঃখজনকভাবে ক্লান্ত।' চালক, দেখে যাত্রীটি কেমন নিথর পড়ে আছে। গলা খাকারি দিয়ে দুবার ভাড়া চাইল সে, তৃতীয়বারের বার শুনতে পেল অস্ফূট কণ্ঠ, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না কী বলতে চাইল। পাঁজাকোলা করে যাত্রীটিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেল সে। কর্তব্যরত নার্স জানালেন, গ্রিন ক্রসের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাও এক্ষুনি। ট্যাক্সি যখন গ্রিন ক্রসের হাসপাতালে পৌঁছল ততক্ষণে চির-মুক্তির আলোর ঝলকানি পেয়ে গেছেন মারিয়া, মিলে গেছে অপার স্বাধীনতা। ঠাণ্ডা, নিম্প্রাণ শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে নির্জীবতা।

মারিয়া রুইজ বা মারিয়া হিমেনেজ বা সানচেজ, এই নামে তাঁকে অনেকেই জানতেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম তিনা মোদোন্তি। কোনো কোনো তাত্ত্বিকের মতে, তিনি তেমন জাঁকালো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না হয়তো, তবুও প্রচারের আলোয় এবং বিতর্কের বাখানে তাঁকে ভাস্বর হতে হয়েছে, এমনকি যা তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরও সমান তালে বহমান। তাঁর সমাধি, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের তাবড় পুরোধাদের মতোই পূজিত হয় রোজ। অন্যদিকে, মেক্সিকো শহরের মডার্ন আর্ট গ্যালারিতে তাঁর আলোকচিত্রগুল্টের যে প্রদর্শন কক্ষ, সেখানে রোজ ভিড় জমায় অসংখ্য দর্শক-শিল্পানুরাগী। ওদিকে আজও সাংবাদিকদের কলমে ছড়াচ্ছে তাঁর প্রেমের রগরণে গল্প, প্রতারণার ইতিহাস, আততায়ী সংসর্গের কেচ্ছাকাহিনী। কেউ কেউ আজও বাহাসে লিপ্ত হন, অত্যধিক মদ্যপানই তাঁর মৃত্যুর কারণ বা হদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি কিংবা তিনি এমন কিছু তথ্য জানতেন যার জন্য তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে সোজা বাংলায় বললে 'খুন' করা হয়েছে, এরকম।



টীকা:

- ১. 'কাল দেখা হচ্ছে' বাক্যের স্প্যানিশ রূপ
- ২. ইতালির সমধিক পরিচিত মুখরোচক কেক। এর নামেই উৎসবের নামকরণ।
- ৩. ইতালির ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব।
- ৪. 'আবার দেখা হবে' বাক্যের স্প্যানিশ রূপ।

